তথ্যপ্রযুক্তি প্রকাশনার প্রতি দর্শকদের আগ্রহ কম, তাই বিক্রিও কম

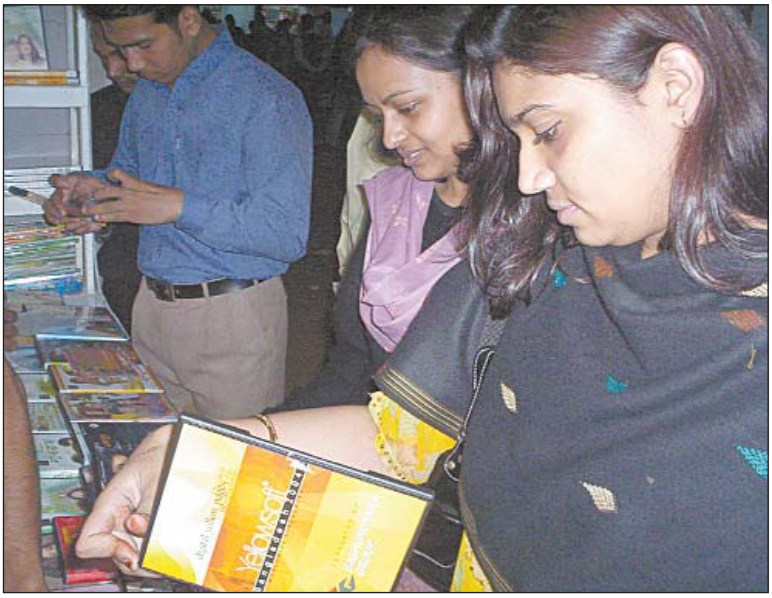

লিখেছেন **মো. আরাফাতুল ইসলাম**

ঢাকার বাংলা একাডেমীতে চলছে অমর একুশে বইমেলা। বরাবরের মত এবারের মেলাকে ঘিরে প্রকাশিত হচ্ছে বিভিন্ন বই। বিগত বছরের মত এবারও মেলায় অংশ নিয়েছে বেশ কয়েকটি তথ্যপ্রযুক্তি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। তবে এবারের মেলায় অংশগ্রহণ করে তেমন কোনো সুফল পাচ্ছেন না তারা। বরং সম্ভাব্য ব্যবসায়িক ক্ষতির কথা চিন্তা করে অস্থির হয়ে পড়েছেন অনেকে। বিশেষ করে বর্তমান অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং মেলায় ভীতিজাগানো নিরাপত্তা ব্যবস্থা চিন্তিত করে তুলেছে তথ্যপ্রযুক্তি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের কর্ণধারদের।

এবারের মেলায় ডিজিটাল প্রকাশনা নিয়ে অংশগ্রহণ করেছে ডেফোডিল মাল্টিমিডিয়া, এবিসি ডিজিটাল, আলিম সফট এবং শৈলী। এদের কেউই তেমন একটা ব্যবসা করতে পারছেন না মেলায়। 'এই মেলায় অংশ নিয়ে তেমন একটা লাভবান হতে পারছি না আমরা। বিশেষ করে বর্তমান অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে দর্শক আসছে না খুব বেশি। আর যারা মেলায় আসছেন তারা তথ্যপ্রযুক্তি প্রকাশনার প্রতি তেমন একটা আগ্রহ দেখাচ্ছে না। আমরা মেলা উপলক্ষে কিছু নতুন তথ্যপ্রযুক্তি প্রকাশনা প্রকাশ করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু মেলার অবস্থা দেখে সাহস পাচ্ছি না'- জানান এবিসি ডিজিটালের কর্ণধার সুলতান হোসেন। এসব তথ্যপ্রযুক্তি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান প্রতিদিন গড়ে মাত্র পাঁচশত থেকে দুই হাজার টাকার পণ্য বিক্রি করছে যা গতবারের তুলনায় বেশ কম। একই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে ড্যাফোডিল মাল্টিমিডিয়া'র মার্কেটিং ইনচার্জ মজিবুর রহমান জানান, 'মেলা জমছে না তেমন একটা। মাঝে মাঝে দর্শকের চেয়ে নিরাপত্তা প্রহরী বেশি মনে হয়। বিগত বছরগুলোর মত বিক্রি এবার আর হবে বলে মনে হয় না। তবুও আমরা মেলায় দুটি নতুন প্রকাশনা বের করার চেষ্টা করছি। হয়ত মেলার শেষের দিকে এগুলো পাওয়া যাবে।' আলিম সফট মেলায় এসেছে সিডি ভিত্তিক বিভিন্ন ইসলামিক ডকুমেন্টারি নিয়ে। তবে দর্শক টানতে ব্যর্থ হচ্ছেন তারাও। এসব স্টলে বিভিন্ন ইংলিশ মুভির বাংলা ডাবিং সিডি, বাংলা নাটকের সিডি-ডিভিডি, সফটওয়্যার সিডি, শিশুতোষ সফটওয়্যার ইত্যাদি পাওয়া যাচ্ছে। এসব পণ্যের উপর ২০ থেকে ৫০ ভাগ পর্যন্ত ডিসকাউন্ট দিচ্ছে প্রতিষ্ঠানগুলো।

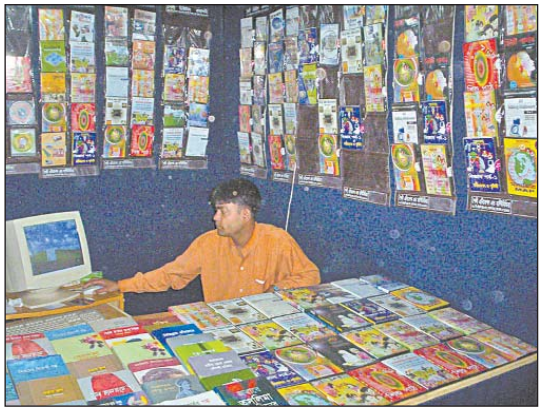

সিডি প্রকাশনার পাশাপাশি কম্পিউটার বিষয়ক বিভিন্ন বই নিয়ে স্টল সাজিয়েছে পাঞ্জেরী পাবলিকেশনস, সিসটেক, ইউনিভার্স এবং জ্ঞানকোষ। সিডি পণ্যের চেয়ে কিছুটা ভালো অবস্থায় আছেন তারা। পাঞ্জেরী

প্রকাশনা মেলায় এসেছে তাদের কম্পিউটার হ্যান্ডবুক সিরিজের বেশ কিছু বই নিয়ে। 'আমার স্টল থেকে কম্পিউটার বিষয়ক বই বেশি বিক্রি হচ্ছে। প্রতিদিন প্রায় পাঁচ হাজার টাকা'র কম্পিউটার বই বিক্রি করছি আমরা। আশা করছি বিক্রি'র পরিমাণ দিনে দিনে বাড়বে।'- জানালেন পাঞ্জেরী স্টলের সেলস ইনচার্জ ফররুখ নিয়ার স্বপন। মেলা উপলক্ষ্যে ইন্টারনেট চ্যাটিং এবং ফটোশপ সিএস নামক দুইটি নতুন কম্পিউটার বই প্রকাশ করেছে তারা। তাদের কম্পিউটার হ্যান্ডবুক সিরিজের বইগুলোর গড় মূল্য ৩৫ টাকা করে। জনপ্রিয় লেখক শাহ্জাহান সজবের প্রকাশিত বিভিন্ন কম্পিউটার বই নিয়ে স্টল সাজিয়েছে ইউনিভার্স। স্টলটি লেখকের নিজের। এই প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মেলা উপলক্ষে প্রকাশ করেছে ওয়েব ডিরেক্টরি বিষয়ক একটি বই। তবে তাদের বিক্রির অবস্থা বেশ নাজুক। সিসটেক পাবলিকেশন্স প্রতিবছর মেলা উপলক্ষে বেশ কিছু কম্পিউটার বই প্রকাশ করলেও এবার তারা নতুন কোন বই এখনো প্রকাশ করেনি। তবে মেলার শেষের দিকে ওয়েবপেজ বিষয়ক একটি বই প্রকাশের সম্ভাবনা রয়েছে এই প্রকাশনা থেকে। এছাড়া জ্ঞানকোষ প্রকাশনী থেকে প্রাকটিক্যাল হার্ডওয়্যার শীর্ষক একটি নতুন বই প্রকাশ হবার সম্ভাবনা রয়েছে। জ্ঞানকোষ প্রকাশনীর ম্যানেজার আজাদ রহমান জানান, 'আমাদের স্টল থেকে গ্রাফিক্স, এমএস অফিস এবং ইন্টারনেট বিষয়ক বিভিন্ন বই বেশি বিক্রি হচ্ছে। তবে এই বিক্রির পরিমাণ গতবারের তুলনায় কম।' মেলায় কম্পিউটার বইগুলো বিশ থেকে পঁচিশ ভাগ ডিসকাউন্টে বিক্রি হচ্ছে।

সিদ্ধেশ্বরী থেকে মেলা দেখতে আসা সাবেক ডিইউ ছাত্রী মাসুদা ফারুক রত্না জানান, 'ভাবতে অবাক লাগছে বাঙ্গালীর নিজস্ব কালচারকে রক্ষা করতে এত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। আমার মনে হয় অত্যধিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা মেলায় আগত দর্শকদের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি করছে। যার ফলে সাধারণ মানুষ মেলার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে।' নিজের প্রতিবন্ধী সন্তান ও স্কুলের লাইব্রেরীর জন্য কম্পিউটার বই কিনতে আসা রত্না বেশ ক্ষোভের সাথেই বললেন কথাগুলো। দীর্ঘ সময় লাইনে দাঁড়িয়ে প্রবেশ করার কারণে অনেক দর্শকের ভেতরই ছিল বিরক্তির ছাপ।

সবকিছু মিলিয়ে এবারের মেলাকে কিছুটা আলাদা দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখছেন ব্যবসায়ী এবং দর্শকরা। তবে তথ্যপ্রযুক্তি প্রকাশনার প্রতি সাধারণ মানুষের আগ্রহ যে দিনে দিনে কমছে তা ফুটে উঠছে এই মেলা থেকে। এভাবে আগ্রহে ভাটা পড়তে থাকলে ভবিষ্যতে অবস্থা কি হবে তা সহজেই বোধগম্য।

সেনগ ৫

ঢাকায় নেটওয়ার্ক প্রফেশনালদের মিলনমেলা

ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের উদ্যোগে এবং সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অপারেশন গ্রুপের (সেনগ) সহযোগিতায় গত ৬ ফেব্রুয়ারি থেকে অনুষ্ঠিত হয় ৫ম সেনগ প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা। ৮ দিনব্যাপী এই প্রোগ্রাম চলে ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ পর্যন্ত। কর্মশালায় দেশ-বিদেশের ৮০ জন কম্পিউটার নেটওয়ার্ক পেশাজীবী ও প্রকৌশলী অংশ নেন। এর মধ্যে দেশের প্রায় ৪০টি ইন্টারনেট সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানের (আইএসপি) নেটওয়ার্ক প্রকৌশলীরাও আছেন। সেনগ প্রোগ্রামের আওতায় প্রথম পাঁচ দিন নেটওয়ার্কবিষয়ক বিভিন্ন ওয়ার্কশপ এবং শেষ দুদিন টিউটোরিয়াল কার্যক্রম চালানো হয়। বাংলাদেশে এ ধরনের প্রোগ্রাম এই প্রথম যেখানে সব ধরনের আইএসপি এবং নেটওয়ার্ক অপারেটররা একইসঙ্গে অংশগ্রহণ করে। বিদেশে গিয়ে এ ধরনের আন্তর্জাতিকমানের ওয়ার্কশপে অংশ নেয়া অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয় না। সেদিক থেকে বাংলাদেশী নেটওয়ার্ক প্রফেশনালদের জন্য এটি একটি বড় সুযোগ। সেনগ ৫ নিয়ে তাই আইএসপি প্রফেশনালদের আগ্রহ সব সময় একটু বেশি। আইএসপিএবি-এর জয়েন্ট সেক্রেটারি সুমন আহমেদ সাবির জানান, 'সেনগ প্রতি বছরই এশিয়ার বিভিন্ন দেশে এ ধরনের প্রোগ্রাম করে থাকে। সেনগ ১, ২ এবং ৩-এ বাংলাদেশের তেমন সক্রিয় অংশগ্রহণ না থাকলেও গত বছর সেনগ ৪-এ বাংলাদেশ থেকে বেশ কয়েকজন নেটওয়ার্ক বিশেষজ্ঞ অংশ নেয়। ঢাকার প্রোগ্রামটি মূলত সেনগের উদ্যোগে হলেও 'সেনগ ৫'-এর সমস্ত কার্যক্রম আইএসপিএবি পরিচালনা করবে।' সেনগ ৫-এর আওতায় ওয়ার্কশপ তিনটির বিষয়গুলো হচ্ছে নেটওয়ার্ক এন্ড হোস্ট সিকিউরিটি, আইএসপি রাউটিং এন্ড বিজিপি মাল্টিহোমিং ও ডিএনএস/ডিএনএসসকে। ওয়ার্কশপ পরিচালনা করছে সিসকো, এনএসআরসি এবং অ্যাপনিকের নেটওয়ার্ক বিশেষজ্ঞরা। এসব ওয়ার্কশপের ইন্সট্রাক্টর হিসেবে রয়েছেন ফিলিপ স্মিথ, চম্পিকা ভিজয়াতুঙ্গা, শ্রীনিভাস চন্ডি, গৌরবরাজ উপাধ্যায় এবং ভিকি শ্রেষ্ঠ। দেড় শতাধিক দেশীয় নেটওয়ার্ক প্রফেশনাল প্রশিক্ষণ ও কর্মশালায় অংশ নেয়। পাঁচ দিনব্যাপী এই ওয়ার্কশপ শেষে গত ১১ ফেব্রুয়ারি থেকে অনুষ্ঠিত হয় সেনগের সবচেয়ে আকর্ষণীয় ইভেন্ট টিউটোরিয়াল এবং কনফারেন্স। সাউথ এশিয়ার দেশগুলোতে ইন্টারনেট ডেভেলপমেন্টের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ইঞ্জিনিয়ার, সরকারি-বেসরকারি এবং শিক্ষা খাতে ডিসিশন মেকার এবং শিক্ষক ও প্রশিক্ষকরা এই ওয়ার্কশপ এবং টিউটোরিয়ালে অংশ নেয়। কনফারেন্সে মূল বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্রের ওরাগন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডেভ মায়ার। সেনগ ৫-এর প্লাটিনাম স্পন্সর হিসেবে রয়েছে ওয়াইল্যান। এছাড়া গোল্ড স্পন্সর হিসেবে সিসকো ও মেট্রোনেট এবং সিলভার স্পন্সর হিসেবে জুনিপার, অ্যাডভান্স ডাটা নেটওয়ার্ক ও এসিটি অংশ নিয়েছে। সমস্ত কার্যক্রমে ল্যাব সেটআপ এবং ল্যান সাপোর্ট দেয় আইআইটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

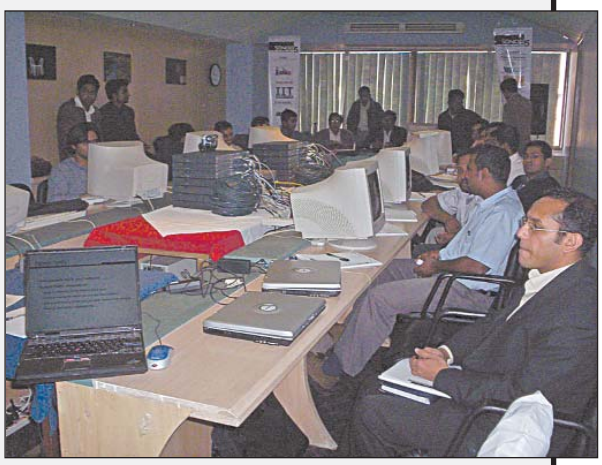

উল্লেখ্য, সেনগ প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য হলো ইন্টারনেট সার্ভিস অপারেটরদের শিক্ষা ও পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে একটি একক প্লাটফরম তৈরি করা। এটি মূলত দক্ষিণ এশিয়ার একটি আঞ্চলিক ফোরাম, যেখানে বিভিন্ন অপারেশনাল ইস্যু এবং টেকনোলজি বিষয়ে তথ্যের আদান-প্রদান করা যায়। এমনি আরো কয়েকটি অলাভজনক নেটওয়ার্ক ফোরাম হলো নেনগ (উত্তর আমেরিকা), RIPE মিটিং (ইউরোপ), (এশিয়া)। সেনগের কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে ওয়ার্কশপ, টিউটোরিয়াল এবং সঙ্গে নিয়মিত সভা। সেনগ প্রোগ্রামে টিউটোরিয়াল থাকবেই, ওয়ার্কশপ সাধারণত চাহিদা এবং প্রয়োজনীয় রিসোর্সের সহজলভ্যতা অনুযায়ী আয়োজন করা হয়। সেনগের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলো হলো- আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত, মালদ্বীপ, নেপাল, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা।

জাহাঙ্গীর আলম জুয়েল